ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৭

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশঃ একটি পর্যালোচনা

Rights of Women in Islamic Law of Inheritance: An Analysis

Md. Shafiul Alam Bhuiyan*

ABSTRACT

The distinctive and the preeminent feature of the Islamic ideology is its law of Inheritance. Every minute detail is mentioned in this law, including how we are to lead our life with all the necessities throughout our life span and even after death, how property is to be distributed to the deserving ones and looked after, so no issue occurs. Of course, the law made by Islam is the most scientific and logical, since every thing is under the supervision of the Almighty Allah, Who is aware not only of the present but also of the future, the unseen- this law is made by Him. In this article, the only motive that has been indicated is respect and lineage of the women in society. Not only that she should not be deceived, but the relationship between men and women, and their needs, have been given the highest priority from the view point of Al-Qur'an, As-Sunnah and the legal documents of the modern Islamic law. Side by side, the security of the women is also mentioned here. It has also been proven that the women have been given the highest part of property in the law of Inheritance. It is to be noted that the method of description and comparative study of the topic mentioned has been analyzed in this text.

Keywords: islam; women; women's inheritance; law of inheritance.

সারসংক্ষেপ

ইসলামী জীবন বিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অপার সৌন্দর্য হলো এর উত্তরাধিকার আইন। এ আইনে মহান আল্লাহ মানুষের জীবদ্দশায় তার সকল প্রয়োজনের কথা যেমনিভাবে বিবেচনায় রেখেছেন, তেমনি তার মৃত্যুর পরও রেখে যাওয়া সম্পদ নিয়ে যেন কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয় এবং প্রকৃত

* Dr. Md. Shafiul Alam Bhuiyan is an Associate Professor in International Islamic University Chittagong, Bangladesh, email : sabiiucdc@gmail.com

প্রাপকেরা যেন এর উত্তরাধিকারী হতে পারে সে লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বিধান প্রবর্তন করেছেন। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের বিধান নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক। কারণ এ বিধান বিশ্বজাহানের ঐ মহান স্রষ্টা কর্তৃক প্রণীত, যিনি মানুষের বর্তমান ভবিষ্যত সকল কিছুর স্রষ্টা। প্রবন্ধটিতে আল-কুরআন, আস্‌সুন্নাহ ও আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের দালিলিক ও যৌক্তিক উপস্থাপনার ভিত্তিতে একথা প্রমাণের প্রয়াস চালানো হয়েছে যে, ইসলামী জীবন বিধানে মহিলাদেরকে কিংবা অন্য কাউকেই বঞ্চিতের তো প্রশ্নই আসে না; বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের বেলায়ই তার প্রয়োজন ও চাহিদা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যদের প্রয়োজন ও চাহিদাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে একজন নারীর আপদকালীন নিরাপত্তার কথাকেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, সার্বিক বিবেচনায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে একজন পুরুষকে নয়, বরং একজন নারীকেই অধিক অংশ দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।]

মূলশব্দঃ ইসলাম; নারী; নারীর উত্তরাধিকার; উত্তরাধিকার আইন।

ভূমিকা

ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণধর্মী এক পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। এ জীবনাদর্শে মানবতার সার্বিক কল্যাণকে নিশ্চিত করার সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী শারী'আর মূল উৎস আল-কুরআনে মানবতার সকল অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুষম নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বিশেষত মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের বর্ণনা ও তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আল-কুরআন সুস্পষ্ট বিধান ঘোষণা করেছে। এমনকি এ বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যার প্রতিও এতটা মুখাপেক্ষিতা রাখা হয়নি, যতটা রাখা হয়েছে ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিধান তথা সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সকল কিছুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনা কুরআনুল কারীমে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলে দিয়েছেন। এটা সম্ভবত এ কারণে যে, যাতে কেউ অজ্ঞতাবশত একথা বলতে না পারে যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ স. মানুষ ছিলেন তাই তাঁর ভুল হয়ে গেছে। (নাঊযুবিল্লাহ) অথবা কেউ যেন অজ্ঞতাবশত এই আশংকাও পেশ করতে না পারে যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ স. পুরুষ ছিলেন, তাই তিনি সম্পদ বণ্টনে পুরুষদের পক্ষ নিয়েছেন.. ইত্যাদি। (নাঊযুবিল্লাহ)

ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত জ্ঞানকে জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদীসে এর নাম দেয়া হয়েছে (عِلْمُ الْفَرَائِض) 'ইলমুল ফারায়িয' বা উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত জ্ঞান। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এ নামে আলাদা অধ্যায় রচিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মহানবী স. আবূ হুরাইরাহ রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوْا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِيْ .

হে আবূ হুরাইরাহ! ফারাইয শিক্ষা করো এবং তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক। নিশ্চয়ই তা ভুলে যাওয়া হবে এবং আমার উম্মাত থেকে সর্বপ্রথম এটিই উঠিয়ে নেয়া হবে (Ibn Mājah N.D, 2719; Hākem 1990, 1948)।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টনের মূল ভিত্তি, ওয়ারিসদের শ্রেণিবিন্যাস, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীদের প্রাপ্য অংশ নিয়ে সবিস্তারে আলোকপাতের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টনের মূলভিত্তি

ইসলামী জীবন বিধানে উত্তরাধিকার বণ্টনের মূলভিত্তি হচ্ছে, মানুষের জন্মগত সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়তা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً. ﴾

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের প্রাপ্যাংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কম হোক অথবা বেশি তাতে নারীদেরও প্রাপ্যাংশ রয়েছে। (উভয়ের জন্য) অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে (Al-Qura'n 4:7)।

অতএব, পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যাই রেখে যাক, তাতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে মানুষের কোনোই হাত নেই। এ আয়াত প্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মাদ 'আলী আস্‌সাবূনী লিখেন: মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে দুই শ্রেণির দুর্বল তথা শিশু এবং নারীদেরকে অত্যাচার ও নিগ্রহের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের প্রতি ইনসাফ ও অনুগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, ছোট-বড় বা নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নয়; বরং উত্তরাধিকার বণ্টনে তাদের প্রত্যেকেরই প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তা পরিমাণে কম বা বেশি যাই হোক; বণ্টনকারী তাতে সন্তুষ্ট থাকুক বা না থাকুক (Al-Sābūnī 1407H, 18)। এই আয়াতের মাধ্যমে নীতিগতভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা একই সূরার ১১-১২ নং আয়াতদ্বয়ে এসেছে।

ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টনের আরেক মূলভিত্তি হলো, আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রসিদ্ধ বাণী:

أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ و لم يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِه .

আমি মু'মিনদের প্রতি তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি দায়িত্ববান। অতএব, তাদের কেউ যদি এমন ঋণ রেখে মারা যায়, যা শোধ করার সামর্থ্য তার ছিল না, তাহলে তা শোধ করার দায়িত্ব আমার (তথা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায়, সে সম্পদের ভাগী হবে তার ওয়ারিসগণ (Bukhārī 1987, 6350)।

আল-কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর উপরোক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান (Islamic Law of Inheritance) কে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা হয়েছে, যেন অধিক নিকটবর্তী লোকেরা আগে ভাগ পায় এবং যার চাহিদা এবং দায়িত্ব কর্তব্য অধিক সে যেন বেশি ভাগ পায়।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের শ্রেণিবিন্যাস

ব্যক্তির মৃত্যুর পর যারা তার সম্পত্তির ভাগ পান তাদেরকেই (وَارِثٌ) ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী বলা হয়। মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি হলো (الوَارِثُ) 'আলওয়ারিস'। সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবার পর যেহেতু কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন, তাই এটি তাঁর গুণবাচক নাম (Ibn Manjūr 2003, 9/269)।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ﴾

আমরাই মালিক পৃথিবীর এবং পৃথিবীর উপর যারা আছে সবার। আর আমাদের কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে (Al-Qura'n 19:40)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. ﴾

(আরো স্মরণ করো) যাকারিয়ার কথা, সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল: প্রভু! তুমি আমাকে (সন্তানহীন করে) রেখো না। তুমিই তো সর্বোত্তম ওয়ারিস (Al-Qura'n 21:89)।

(وَارِثٌ) ওয়ারিস আরবী শব্দ। বহুবচনে (وَرَثَةٌ) ওয়ারাসাহ। যার অর্থ- উত্তরাধিকারী, উত্তরসূরী, ওয়ারিস ও বংশধর ইত্যাদি (Rahman, 1998, 638)। (و–ر–ث)

শব্দমূল থেকে এসেছে (مِيْرَاثٌ) মীরাস। যার অর্থ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ অথবা সম্পদের মালিকানা তথা স্বত্বাধিকার। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ﴾

যারা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্যে ভালো। বরং এতে রয়েছে তাদের জন্যে অনিষ্ট। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে, কিয়ামাতের দিন তাই হবে তাদের গলার বেড়ি। মহাকাশ এবং এই পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন (Al-Qura'n 3:180)।

(وَرِثَ) ওয়ারিসা অর্থ উত্তরাধিকারী হওয়া এবং (أَوْرَثَ) আওরাসা অর্থ উত্তরাধিকারী বানানো। দু'ভাবেই এটি আল-কুরআনে এসেছে। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. ﴾

সুলাইমান হয়েছিল দাউদের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) (Al-Qura'n 27:16)।

অন্য আয়াতে এসেছে:

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ﴾

আর তারা বলবে: সমস্ত শুকরিয়া আল্লাহর, তিনি আমাদেরকে দেয়া ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে ওয়ারিস (স্বত্বাধিকারী) বানিয়েছেন এই পৃথিবীর। (আর এখন) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা আমরা আবাস বানাবো। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতো যে উত্তম! (Al-Qura'n 39:74)।

ব্যক্তি মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে কেবল পুরুষরাই উত্তরাধিকারী হয় না। পুরুষ এবং নারী উভয়েই উত্তরাধিকারী হয়। মৃতব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা নারী, উভয়ের বেলাতেই নারী কিংবা পুরুষ দুই শ্রেণির উত্তরাধিকারী থাকতে পারে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে কোনো মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার মৃত্যুর পর যারা অংশীদার হন, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশের ভিত্তিতে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. 'যাবিল ফুরূয' বা সুনির্ধারিত অংশের প্রাপক

'যাবিল ফুরূয' কথাটির অর্থ হলো এমন ব্যক্তিবর্গ, যাদের প্রাপ্য অংশ সুনির্ধারিত। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ঐসব ওয়ারিস যাদের প্রাপ্য অংশ উল্লেখ করে ইসলামী শারী'আয় সম্পত্তি বণ্টনের হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এরা মৃত ব্যক্তির প্রথম পর্যায়ের ওয়ারিস। এদের প্রাপ্য দেয়ার পর অন্যদের কথা ভাবতে হয়। যাবিল ফুরূয ওয়ারিসদের সংখ্যা বার জন। তন্মধ্যে চার জন পুরুষ এবং আট জন মহিলা।[১]

পুরুষদের মধ্য থেকে যারা যাবিল ফুরূয

পুরুষদের মধ্য থেকে চার শ্রেণির পুরুষ হলো 'যাবিল ফুরূয'। তারা হলেন- (১) পিতা, (২) পিতামহ বা প্রপিতামহ বা তদোর্ধ, (৩) স্বামী ও (৪) বৈপিত্রেয় ভাই[২] (বৈপিত্রেয় বোনসহ)।

মহিলাদের মধ্য থেকে যারা যাবিল ফুরূয

মহিলাদের মধ্য থেকে 'যাবিল ফুরূয' হলেন আট শ্রেণির মহিলা। তারা হলেন- (১) মা, (২) স্ত্রী, (৩) মেয়ে, (৪) নাতনী, (৫) দাদী-নানী, (৬) সহোদরা বোন, (৭) বৈমাত্রেয় বোন ও (৮) বৈপিত্রেয় বোন (বৈপিত্রেয় ভাইসহ)।

সারণি- ১: আল-কুরআন ও আস্‌সুন্নাহয় বর্ণিত যাবিল ফুরূয ও তাদের অংশ

ক্রম	ফরয অংশ	প্রাপকগণের বিবরণ
১	২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ)	১. দুই বা ততোধিক কন্যা ২. দুই বা ততোধিক নাতনী (ছেলের কন্যা) ৩. দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন ৪. দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন
২	১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ)	১. এক কন্যা ২. এক নাতনী (ছেলের কন্যা) ৩. এক সহোদরা বোন ৪. এক বৈমাত্রেয় বোন ৫. স্বামী (মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকা অবস্থায়)

১. অনেকে দাদী এবং নানীকে আলাদা গণনা করে মোট যাবিল ফুরূযের সংখ্যা তের উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে চারজন পুরুষ এবং নয়জন মহিলা। অবশ্য দাদী ও নানীর প্রাপ্যাংশ একই রকম এবং তারা উভয়ে একই স্তরের বিধায় তাদেরকে অধিকাংশ গবেষকই একসাথে গণনা করেন।

২. এখানে স্মর্তব্য যে, বৈপিত্রেয় ভাই এর সমপর্যায়ের হচ্ছে বৈমাত্রেয় ভাই; কিন্তু তাকে যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে স্পষ্টতই লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মায়ের দিক থেকে সম্পর্কের কারণে যে ভাই তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অথচ বাবার দিক থেকে সম্পর্কের কারণে যে ভাই তাকে কোনো ভাগই দেয়া হয়নি। এটি পরোক্ষভাবে মায়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানেরই সাক্ষ্য বহন করে।

৩	১/৩ (তিন ভাগের এক ভাগ)	১. মা ২. বৈপিত্রেয় বোন ৩. বৈপিত্রেয় ভাই
৪	১/৬ (ছয় ভাগের এক ভাগ)	১. মা ২. দাদী ৩. নাতনী (ছেলের কন্যা) ৪. বৈমাত্রেয় বোন ৫. বৈপিত্রেয় বোন ৬. বৈপিত্রেয় ভাই ৭. বাবা ৮. দাদা
৫	১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ)	১. স্বামী (মৃতব্যক্তির সন্তান থাকা অবস্থায়) ২. স্ত্রী (মৃতব্যক্তির সন্তান না থাকা অবস্থায়)
৬	১/৮ (আট ভাগের এক ভাগ)	১. স্ত্রী (মৃতব্যক্তির সন্তান থাকা অবস্থায়)

Source: Sultān 1999, 33

যাবিল ফুরূযদের প্রাপ্য অংশের পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত সারণিতে নির্ধারিত অংশসমূহ এবং এ অংশগুলোর প্রাপকদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রাপকদের তুলনায় নারী প্রাপকদের সংখ্যা এবং তাদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি। যেমন-

সারণি- ২ : যাবিল ফুরূযদের প্রাপ্য অংশের পর্যালোচনা

ক্রম	নির্ধারিত অংশ	প্রাপকের সংখ্যানুপাত	তুলনামূলক পর্যালোচনা
১	২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ)	নারী= চাজন পুরুষ= নাই	আল-কুরআনে ঘোষিত এটিই সর্বাপেক্ষা বড় নির্ধারিত অংশ। এর প্রাপক চারজনের সকলেই নারী।
২	১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ)	নারী= চারজন পুরুষ= একজন	এর প্রাপক পাঁচ জনের মধ্যে কেবল একজন পুরুষ। তিনি হলেন স্বামী। মৃত স্ত্রীর সন্তান না থাকা অবস্থায় তিনি এটি পান, যা অত্যন্ত বিরল।
৩	১/৩ (তিন ভাগের এক ভাগ)	নারী= দুইজন পুরুষ= একজন	এর প্রাপক দুই শ্রেণির নারী তথা মা এবং বৈপিত্রেয় বোন। এক শ্রেণির পুরুষ তথা বৈপিত্রেয় ভাই। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এই অবস্থায় ঐ বৈপিত্রেয় ভাইটি বোনের সমান অংশ পায়; তার দ্বিগুণ নয়।
৪	১/৬ (ছয় ভাগের এক ভাগ)	নারী= পাঁচজন পুরুষ= তিনজন	এর প্রাপক আট শ্রেণির উত্তরাধিকারী। তন্মধ্যে পাঁচজন নারী এবং তিনজন পুরুষ।

৫	১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ)	নারী= একজন পুরুষ= একজন	এর প্রাপক একজন পুরুষ এবং একজন নারী। পুরুষটি হলো স্বামী, যদি মৃত স্ত্রীর কোনো সন্তান থাকে। পক্ষান্তরে নারীটি হলো স্ত্রী, যদি মৃত স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে।
৬	১/৮ (আট ভাগের এক ভাগ)	নারী= একজন পুরুষ= নাই	এটি কেবল একজন নারীই পান। তিনি হলেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, যদি তার স্বামী কোনো সন্তান রেখে মারা যান।

Source: Sultān 1999, 34

অতএব, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের নির্ধারিত অংশের প্রাপক বেশি। তারা মোট ১৭ অবস্থায় মীরাস পায়। অথচ পুরুষরা পায় মাত্র ৬ অবস্থায়। সর্বমোট বিবেচনায় নারীদের প্রাপ্যাংশ এবং প্রাপকদের সংখ্যা দু'টোই পুরুষদের তুলনায় বেশি।

২. 'আসাবাহ' বা অবশিষ্ট অংশের প্রাপক

'আসাবাহ আরবী শব্দ। 'আসাবার অর্থের ব্যাপারে ইবন মানযূর লিখেছেন:

عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه. والعصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة، من غير والد ولا ولد. فأما في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مسماة، فهو عصبة، إن بقي شيئ بعد الفرائض أخذ. قال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته.

কোন ব্যক্তির 'আসাবাহ হলো, তার সন্তান-সন্ততি ও পিতৃকূলের নিকটাত্মীয়রা। 'আসাবাহ তাদেরকেই বলা হয় যারা নি:সন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন ব্যক্তিদের ওয়ারিস হয়। ফারাইয শাস্ত্র মতে, যার কোনো নির্দিষ্ট অংশ পাওনা নেই, সেই 'আসাবাহ। নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পর কিছু থাকলে সে পায়। আল-আযহারী বলেন: ওয়ারিসদের মধ্য থেকে পুরুষ অভিভাবকরাই ব্যক্তির 'আসাবাহ হিসেবে গণ্য (Ibn Manjūr 2003, 6/275)|

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্য থেকে যারা নির্ধারিত অংশ পাওয়ার অধিকারী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পান তাদেরকে 'আসাবাহ বলা হয়। কাজী 'আব্দুল আলা বলেন, 'আসাবাদেরকে অবশিষ্টভোগীও বলা হয়। কারণ তারা যাবিল ফুরূযদের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাই পায় (Abd al-A'la, 2008, 16)। 'আসাবাদের মাঝে সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি হলো নিম্নোক্ত হাদীস।

ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فما بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

ফারাইয (মীরাসের প্রাপ্য অংশ) তার প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা বাকী থাকে তা পাবে নিকটবর্তী পুরুষ স্বজন (Muslim, N.D, 1615)।

ইবনু 'আব্বাসের রা. অপর বর্ণনায় এসেছে:

اَلْحِقُوْا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تُرِكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر.

মীরাসী সম্পদ তার নির্ধারিত প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা বাকী থাকে তা হবে নিকটবর্তী পুরুষ স্বজনদের জন্য (Ibn Habbān 1993, 6028)।

এ হাদীসটির অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা এসেছে শাইখ 'আব্দুর রহমান আস্‌সুহাইলীর বর্ণনায়। তিনি বলেন:

وأما الحديث الصحيح الذي قدمناه وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فهو أصل في الفرائض وقسم المواريث وتوريث العصبة الأدنى فالأدنى.

পূর্বোল্লেখিত বিশুদ্ধ হাদীস তথা রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী- 'মীরাসী সম্পদ তার নির্ধারিত প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা বাকী থাকে তা হবে নিকটবর্তী পুরুষ স্বজনদের জন্য'- এটি ফারাইয এবং মীরাস বণ্টনের মূলভিত্তি। সেই সাথে এটি 'আসাবাদের মাঝে মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রেও নিকটবর্তিতা অবলম্বন করার ভিত্তি (Al-Suhailī 1405H, 1/84)।

এ কারণেই ইসলাম নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পর 'আসাবাগণের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নীতি অবলম্বন করতে বলে। আর তাও মৃত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠতার বিবেচনাকে সামনে রেখেই। যেমন- সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার পাবে মৃতব্যক্তির (جُزْءُ الْمَيِّت) ঔরসজাত সন্তান, অতঃপর তাদের সন্তান (যত নিচেই যাক)। এরপর অগ্রাধিকার পাবে মৃতব্যক্তির (أَصْلُ الْمَيِّت) উপরের দিকের আত্মীয় তথা বাবা, দাদা, এভাবে উপরের সিঁড়ি। এরপর অগ্রাধিকার পাবে মৃতব্যক্তির পিতার (جُزْءُ أبيه) ঔরসজাত সন্তান তথা মৃতব্যক্তির ভাই, অতঃপর তাদের সন্তানাদি যত নিচেরই হোক। এরপর অগ্রাধিকার পাবে মৃতব্যক্তির দাদার (جُزْءُ جَدّه) ঔরসজাত সন্তান তথা তার চাচা, এরপর তাদের সন্তান (যত নিচেরই হোক)। এরপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ একই স্তরের একাধিক 'আসাবাহ একত্রিত হলে মৃতব্যক্তির সাথে যার সম্পৃক্ততা বেশি তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যেমন এক দিকের সম্পৃক্ততার চেয়ে দুই দিকের সম্পৃক্ততা অগ্রগণ্য হবে। যথা আপন ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যে আপন ভাই অগ্রগণ্য হবে। কেননা সে পিতা ও মাতা উভয়ের সূত্রে আত্মীয়। পক্ষান্তরে বৈমাত্রেয় ভাই কেবল পিতার সূত্রে আত্মীয়, মাতার সূত্রে নয় ('Abd al-Rahman 2009, 43-44)।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আসাবাহ তথা অবশিষ্ট অংশের প্রাপকদের মধ্যে কতক মহিলা প্রাপক রয়েছেন, যারা নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরও 'আসাবাহ হিসেবে পান। শাইখ সুহাইলীর বর্ণনায় তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

ومن أصحاب السهام من لا يرث أبدا إلا بالفرض ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى فالذي يرث بالفرض وبالتعصيب الأخوات إذا انفردن فهن من أهل السهام فإذا كان معهن إخوة ذكور فهن من العصبة وكذلك البنات وأما بنات الابن فهن مع البنت الواحدة أهل سهم وهو السدس تكملة الثلثين وهن مع البنتين لا شيء لهن إلا أن يكون معهن ذكر مثلهن في القعود أو أبعد منهن فهن معه عصبة للميت للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أقرب للميت منهم حجبهن فلم يرثن شيئا.

যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা কেবল নির্ধারিত অংশই পায়। আবার কেউ কোন কোন সময় নির্ধারিত অংশ এবং সাথে 'আসাবাহ হিসেবেও অংশ পায়। যারা নির্ধারিত এবং 'আসাবাহ দু'ভাবেই পায় তারা হলো বোনরা। তাদের নির্ধারিত অংশ তো রয়েছেই। আবার সাথে ভাই থাকলে তাদের সাথে তারা 'আসাবাও হয়। একইভাবে কন্যারাও। তবে ছেলের মেয়ে তথা নাতনীরা এক কন্যার সাথে ছয় ভাগের এক ভাগ পায় দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য। (অর্থাৎ এক কন্যার দুয়ের এক অংশের সাথে তাদের ছয়ের এক অংশ মিলে সর্বমোট তিনের দুই অংশ হয়) আর দুই কন্যার সাথে তারা কিছুই পায় না। তবে তাদের সাথে তাদের স্তরের কোনো পুরুষ থাকলে তারা তার সাথে 'আসাবাহ হয় এবং তখন 'দুই মেয়ের সমান এক ছেলে'- এই নিয়মে ভাগ হবে। অন্য দিকে, যদি সেই পুরুষটি তাদের থেকে মৃতব্যক্তির আরো নিকটতর হয়, তাহলে তার উপস্থিতিতে তারা মীরাস পাবে না (Al-Suhailī 1405H, 1/93)।

ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টন নীতি পুরোটাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজানো। প্রথম শ্রেণির অবর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণি, তাদের অবর্তমানে তৃতীয় শ্রেণি এবং তাদের অবর্তমানে চতুর্থ শ্রেণি। অর্থাৎ প্রথমে মৃতব্যক্তির নিচের সারি, তারপর তার (মৃতব্যক্তির) উপরের সারি, এরপর মৃতব্যক্তির বাবার নিচের সারি, তারপর তার (মৃতব্যক্তির বাবার) নিচের সারি। অতঃপর মৃতব্যক্তির দাদার নিচের সারি, তারপর তার (মৃতব্যক্তির দাদার) নিচের সারি ইত্যাদি... এভাবে পর্যায়ক্রমে বণ্টন করে যাওয়া হবে।

৩.৩. 'যাবিল আরহাম' বা রক্ত সম্পর্কীয় পাওনাদার

'যাবিল আরহাম' শব্দের অর্থ হলো রক্ত সম্পর্কীয়। অর্থাৎ যাবিল ফুরূয এবং 'আসাবার বাইরেও কিছু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন, যারা পূর্ববর্তী দুই শ্রেণির অনুপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বৈধ হকদার হন তাদেরকে যাবিল আরহাম বলা হয়। যাবিল আরহাম সাধারণত নিজে মহিলা হবেন অথবা পুরুষ হলে তিনি কোনো মহিলার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হবেন। যেমন- মৃত ব্যক্তির নাতী, নাতনী তথা নিজের কন্যার সন্তান; তার ভাই/বোনের সন্তান; তার দাদা/দাদীর সন্তান ইত্যাদি। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

الْخَالُ وَارِثٌ من لا وارث له.

যার কোনো ওয়ারিস নাই, তার মামা তার ওয়ারিস (Al-Dārimī 1407 H, 3052)।

তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এর চর্চা লক্ষণীয়। যেমন-

عن عبد اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: ان رَجُلا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الأَخِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الأُخْتِ .

আব্দুল্লাহ আল-মুযানী রা. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ফুফু এবং খালা রেখে মারা গেলেন। 'উমর রা. তখন তার ভাইয়ের প্রাপ্য অংশ দিলেন ফুফুকে এবং বোনের প্রাপ্য অংশ দিলেন খালাকে (Al-Dārimī 1407H, 3049)।

যাবিল আরহাম মূলত শেষ পর্যায়ের অংশের প্রাপক। এদেরকে শেষ ওয়ারিস বা নিদেনকালীন ওয়ারিসও বলা হয়। যাবিল ফুরূয যদি না থাকে, 'আসাবাহও যদি না থাকে, কেবলমাত্র তখনি তারা ওয়ারিস সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ যাবিল আরহাম কখনো যাবিল ফুরূয বা 'আসাবাহ হতে পারে না। এদের অবর্তমানেই কেবল তারা ওয়ারিস হতে পারে। যাবিল আরহামের ওয়ারিসদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাগ দেয়া হবে। যেমন-

عن الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ قال الْمَالُ لابْنَةِ أَخِيهِ .

শাবী রহ. থেকে বর্ণিত যে, কোনো ব্যক্তি যদি ফুফু এবং ভাতিজী রেখে যায়, তাহলে তার সম্পদের ভাগী হবে তার ভাতিজী (Al-Dārimī, 1407H, 3051)।

অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের মেয়ে নিজের দাদার মেয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য হবে।

নারী ও পুরুষের মাঝে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি

সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে মৌলিক নীতিমালাকে সামনে রেখেছে, তা হলো ব্যক্তির আর্থিক দায়ভার ও তার চাহিদার বিবেচনা। সে বিবেচনায় একজন নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর।

সে কখনো নিজের বাবা, কখনো ভাই, কখনো স্বামী আবার কখনো সন্তানের কর্তৃত্বাধীন থাকে। তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার নৈতিক দায়িত্ব থাকে তাদের উপর। ঐসব পুরুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটানোর পাশাপাশি তাদের অধীনস্থ নারীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য। অথচ কোনো নারীরই তার নিজের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার কথাও তাকে ভাবতে হয় না। ব্যয় নির্বাহের দিক বিবেচনা করলে একজন নারীর অর্থনৈতিক জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. বিবাহপূর্ব সময়ে নারীর ব্যয়নির্বাহ

জন্মের পর থেকে নিয়ে বিবাহ পর্যন্ত একজন নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার বাবা কিংবা ভাইদের উপর। তাকে তার নিজের আর্থিক চাহিদা মেটানো নিয়ে ঐভাবে গলদগর্ম হতে হয় না, যেভাবে হতে হয় তারই পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যের। পুরুষটিকে তার নিজের সকল প্রয়োজন মেটাবার পাশাপাশি নিজের বিবাহ এবং সংসার গঠনের লক্ষ্যে আর্থিক প্রস্তুতি নিতে হয়।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

من عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যার ভরণপোষণ করলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখালো, (সৎ পাত্রে) বিবাহ দানের ব্যবস্থা করলো এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করলো, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত (Abū Daūd, N.D, 5147)।

কোনো কোনো বর্ণনায় তিন জন বোন/ দুই জন বোন এবং কোনো কোনো বর্ণনায় তিন কন্যা/ দুই কন্যা/ এক কন্যার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এথেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বিষয়টি বাবা-ভাই সহ সকল অভিভাবককেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিবাহের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এ দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। তাছাড়া হাদীসে উল্লেখিত 'من' অব্যয়টি ব্যাপকার্থবোধক, যা দ্বারা এমন সকল অভিভাবককেই বুঝায়, যারা বোন কিংবা কন্যাদের ভরণ পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবাহ প্রদানে নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখে।

এমনকি ইসলামী শারী'আর বিধান অনুযায়ী একজন ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার ব্যক্তিগত খরচাদি দিতে তার বাবা বাধ্য নন। অথচ মেয়েটিকে বিবাহ দিয়ে স্বামীর দায়িত্বে না দেয়া পর্যন্ত বাবা তার যাবতীয় খরচ মেটাতে বাধ্য। বাবার অবর্তমানে তা করবে তার দাদা, চাচা, ভাই কিংবা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবক।

২. বিবাহ পরবর্তী সময়ে নারীর ব্যয়নির্বাহ

বিবাহের পর স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার স্বামীর। উপরন্তু বিবাহোত্তর তার নিজের কাছে একটা রিজার্ভ ফান্ড থাকার ব্যবস্থা ইসলাম করেছে। সে তার

স্বামীর কাছ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মহরানা[৩] পেয়ে থাকে, যা তার জন্য নিঃসন্দেহে একটা আপদকালীন তহবিল। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً. ﴾

আর তোমরা স্ত্রীদের মহর খোলামনে আনন্দচিত্তে দিয়ে দাও। তবে তারা নিজেরাই যদি সন্তুষ্টচিত্তে (মহরের) কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তবে তোমরাও সানন্দে তা গ্রহণ করতে পারো (Al-Qura'n, 4:4)।

অতএব, একজন নারী ছোট কিংবা বড় একটা ফান্ড নিয়ে এসে তার সাংসারিক জীবন শুরু করলো; অথচ দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে হয়ত তার সে ফান্ডে কোনো দিনই হাতও দেয়া লাগবে না। পক্ষান্তরে যে লোকটির সাথে তার বিবাহ হলো সে হয়ত দীর্ঘদিন ধরে আয় রোজগার করে বিবাহের জন্য একটা ফান্ড জমা করেছিল। এবার সে ফান্ড থেকে সে তার স্ত্রীর মোহরানাসহ বিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ মেটাতে বাধ্য। উপরন্তু, বিবাহের পর থেকে তার স্ত্রীর যাবতীয় খরচ মেটাবার দায়িত্বও তারই উপর। সে অনেক অনেক টাকা আয় করলেও তা ব্যয়ের খাতের কোন অভাব নেই। স্ত্রীদের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বের কথা জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ. ﴾

তোমরা তাদের ভরণ পোষণ দেবে। সচ্ছল ব্যক্তি দেবে তার (আর্থিক) সচ্ছলতা অনুযায়ী, আর দরিদ্র ব্যক্তি দেবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম ও যুক্তি সংগত পরিমাণে। এটি কল্যাণপরায়ণদের উপর আরোপিত একটি কর্তব্য (Al-Qura'n, 2:236)।[৪]

আবূ মাসঊদ আল-বাদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إذا أَنْفَقَ على أَهْلِه نَفَقَةً وهو يَحْتَسِبُهَا كانت له صَدَقَةً.

মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সাদাকাহ বলে গণ্য হয় (Muslim N.D, 1002)।

৩. আরবী 'মহর' শব্দটিকে বাংলায় আমাদের সমাজে মোহরানা বলা হয়। বিবাহ করার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে এই মহর প্রদান করা ফরয। মহর বিবাহের প্রাক্কালেই নির্ধারণ করে নিয়ে তা প্রদান করতে হয়। তবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তা পরেও পরিশোধ করা যায়।

৪. আয়াতটিতে যদিও তালাকপ্রাপ্তাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা বিবাহ বন্ধনে থাকা স্ত্রীদের বেলায় বরং আরো বেশি প্রযোজ্য।

এ ব্যাপারে 'আমর ইবন উমাইয়্যা রা.-এর বর্ণনাটি আরো ব্যাপকার্থক। তিনি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন যে,

كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ.

তুমি তোমার পরিবারের প্রতি যত ধরনের দায়িত্ব পালন করো, তা সবই সাদাকাহ (Ibn Hibbān, 1993, 4237)।

শুধু তাই নয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো স্বামী পরিবারের ভরণ-পোষণে গড়িমসি করলে রাসূলুল্লাহ স. ন্যায়সংগতভাবে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার সম্পদ থেকে ব্যয় করার ব্যাপারেও অনুমতি প্রদান করেছেন। অথচ স্বামীর শত টানাটানি থাকলেও স্ত্রীকে কখনো স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ইসলাম দেয়নি। ইসলাম কেবল তাকে স্বামীর সামর্থ্যের ভিত্তিতে দেয়া অর্থের উপর সন্তুষ্ট থাকতে বলেছে।

৪.৩. ভাইকে কেন বোনের চেয়ে ভাগ বেশি দেয়া হলো?

পিতার অবর্তমানে সাধারণভাবে ছেলেই হলো সংসারের কর্তা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ পরিবারেই ছেলে হয় সংসারের পরবর্তী কর্ণধার। পরিবারের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাকেই পরিচালনা করতে হয়। এসব বিবেচনা করেই মহান আল্লাহ ছেলেদেরকে মেয়েদের চেয়ে ভাগ বেশি দিয়েছেন। পুরুষদের এ বিশাল দায়িত্ব এবং এর কারণে তাদের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে সেকথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণাও করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ ﴾

পুরুষরা নারীদের অভিভাবক ও ব্যবস্থাপক। কারণ, আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া পুরুষরা তাদের (নারীদের) জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (কাজেই) সতী সাধ্বী স্ত্রীরা (স্বামীর) অনুগত হয়ে থাকে। তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে হিফাযাত করে আল্লাহ তাদেরকে যা হিফাযাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (Al-Qura'n 4:34)।

সুতরাং নারীদের উপর পুরুষদের অভিভাবকত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে পুরুষের ভূমিকা। এই ভূমিকা পালনের জন্য আর্থিক সচ্ছলতা অন্যতম প্রধান নিয়ামক বিধায় মহান আল্লাহ সম্পদ বণ্টনে পুরুষদেরকে নারীদের তুলনায় অধিক ভাগ দিয়েছেন। মূলত এ কারণেই একজন ভাইকে ইসলাম তার বোনের তুলনায় ভাগ বেশি দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মদ 'আলী আস্ সাবূনী রহ. একটি সুন্দর উদাহরণ টেনেছেন। তিনি বলেছেন:

কোন ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুকালে তিন হাজার রিয়াল[৫] এবং একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে যায়। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান মতে, ছেলেটি এখান থেকে দুই হাজার রিয়াল এবং মেয়েটি এক হাজার রিয়াল পাবে। এমতাবস্থায় ছেলেটি যদি বিবাহ করতে গিয়ে তার নববধুকে দুই হাজার রিয়াল মোহরানা দিয়ে দেয়, তাহলে সে রিক্তহস্ত হয়ে যায়। অপরদিকে মেয়েটির বিবাহ হলে সে তার স্বামীর কাছ থেকে দুই হাজার রিয়াল মোহরানা পেল। বাবার থেকে প্রাপ্ত এক হাজারের সাথে এখন আরো দুই হাজার মিলে সে মোট তিন হাজার রিয়ালের মালিক হলো। অথচ তার ভাই পিতার সম্পদ থেকে তার দ্বিগুণ পেয়েও এখন রিক্তহস্ত। এরই মাঝে তাকে সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে বোনের তিন হাজার রিয়াল সংরক্ষিত থেকে যাবে। কারণ কোনো প্রকার আর্থিক দায়ভারই তার উপর নেই (Al-Sābūnī 1407H, 20)।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও নির্ধারিত অংশ বিদ্যমান। বরং পুরুষের তুলনায় মহিলা প্রাপকের সংখ্যা দ্বিগুণ। অর্থাৎ যে বার শ্রেণির উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে নির্ধারিত অংশ পায়, তাদের মধ্যে চার শ্রেণির উত্তরাধিকারী হলো পুরুষ। অবশিষ্ট আট শ্রেণির উত্তরাধিকারী হলো নারী। নিম্নে আমরা আট শ্রেণির মহিলা ওয়ারিসদের শারী'আত নির্ধারিত অংশগুলো আলোকপাত করবো।

১. 'মা' এর অংশ

মায়ের তিনটি অবস্থা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার মা তিনভাবে উত্তরাধিকারিণী হবেন।

এক. যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি অথবা তিন প্রকারের ভাই ও বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) হতে দুজন না থাকে, তাহলে তার মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিনের এক অংশ পাবেন।

দুই. মৃত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি অথবা যে কোনো প্রকারের দুইজন ভাই-বোন থাকলে তার মা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয়ের এক অংশ পাবেন।

তিন. মৃত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি অথবা যে কোনো দুইজন ভাই বোন না থাকলে তার স্বামী/ স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর তার মা অবশিষ্টের তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।

[৫] সৌদি আরবে প্রচলিত মুদ্রাকে রিয়াল বলে।

এ অবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির বাবা না থাকে এবং মা ও দাদা ওয়ারিস হয়, তাহলে তার মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিনের এক অংশ পাবেন।

২. 'স্ত্রী' এর অংশ

স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্ত্রীর দুই অবস্থা ঃ

এক. স্বামীর কোনো সন্তান (ছেলে কিংবা মেয়ে) থাকলে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে।

দুই. স্বামীর কোনো সন্তান না থাকলে স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ পাবে। এক্ষেত্রে মৃত স্বামীর একাধিক স্ত্রী হলে উক্ত এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ সম্পদ তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।

৩. 'কন্যা' এর অংশ

মা-বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে কন্যাদের তিন অবস্থা ঃ

এক. যদি কন্যা একজন হয় এবং কোনো পুত্র না থাকে, তাহলে সে কন্যা মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

দুই. যদি দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে এবং কোনো পুত্র না থাকে, তাহলে তারা সবাই মিলে মোট সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ পাবে।

তিন. যদি মৃত ব্যক্তির (এক বা একাধিক) পুত্র থাকে, তবে কন্যারা সকলেই পুত্রদের সঙ্গে 'আসাবাহ হবে এবং কন্যারা পুত্রদের অর্ধেক পাবে। অর্থাৎ প্রতি দুইজন কন্যা মিলে একজন পুত্রের সমান পাবে।

৪. 'নাতনী বা পুত্রের কন্যা' এর অংশ

দাদার রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে নাতনী বা পুত্রের কন্যার ছয় অবস্থা ঃ

এক. যদি মৃত ব্যক্তির কোনো পুত্র বা কন্যা না থাকে, তাহলে এক নাতনী হলে অর্ধেক পাবে।

দুই. একাধিক নাতনী থাকলে তারা তিনের দুই অংশ পাবে।

তিন. যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকে, তবে এক বা একাধিক নাতনী থাকলে তারা মোট ছয়ের এক অংশ পাবে।

চার. যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকে, তবে নাতনীরা কিছুই পাবে না।

পাঁচ. যদি পুত্র না থাকে এবং দুই কন্যা থাকে, তাহলে নাতনীরা কিছুই পাবে না।

ছয়. কিন্তু যদি নাতনীদের সাথে তাদের সমশ্রেণিতে এক বা একাধিক নাতী (পুত্রের পুত্র) থাকে অথবা সমশ্রেণির অবর্তমানে নিম্ন শ্রেণির এক বা একাধিক পুত্র সন্তান

থাকে, তাহলে ঐ পুত্র সন্তানদের কারণে নাতনীরা 'আসাবাহ হয়ে যাবে। এবং 'একজন পুত্র দুইজন কন্যার সমান পাবে' এই নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের মাঝে বণ্টন হবে।

৫. 'দাদী'/'নানী' এর অংশ

নাতী-নাতনীর রেখে যাওয়া সম্পদে দাদী/নানীর ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে দুই অবস্থা ঃ

এক. মৃত ব্যক্তির মা অথবা বাবা জীবিত থাকলে দাদী/নানী কিছুই পাবে না।

দুই. মা অথবা বাবা কেউই বেঁচে না থাকলে পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও দাদী/নানী ছয়ের এক অংশ পাবেন। যদি নানী এবং দাদী উভয়ে জীবিত থাকেন এবং উভয়েই ওয়ারিস হন, তাহলে উভয়ে মিলে মোট ছয়ের এক অংশ পাবেন।

৬. 'সহোদর বোন' এর অংশঃ

সহোদর বোনদের তাদের ভাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচ অবস্থা ঃ

এক. যদি একজন মাত্র সহোদর বোন থাকে, তাহলে সে অর্ধেক পাবে।

দুই. যদি একাধিক সহোদর বোন থাকে, তবে তারা তিনের দুই অংশ পাবে।

তিন. যদি সহোদর বোনের সাথে সহোদর ভাই থাকে, তবে সহোদর বোন 'আসাবাহ হবে এবং ভাই তার দ্বিগুণ পাবে।

চার. যদি সহোদর বোনের সাথে মৃত ব্যক্তির কন্যা অথবা নাতনী (কন্যার কন্যা) থাকে, তবে কন্যা বা নাতনীর অংশ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই বোন পাবে। (এক্ষেত্রে বোন এক বা একাধিক হলে একই বিধান)।

পাঁচ. পুত্র, পৌত্র, বাবা বা দাদা থাকলে ভাই ও বোন কিছুই পাবে না। (Al-Sābūnī 1407H, 20)

৭. 'বৈমাত্রেয় বোন'[৬] এর অংশ

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় বোনের সাত অবস্থা ঃ

এক. সহোদর ভাই-বোন না থাকলে যদি বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকে, তাহলে সে দুইয়ের এক অংশ পাবে।

দুই. যদি তারা দুই বা ততোধিক হয়, তবে তারা তিনের দুই অংশ পাবে।

তিন. যদি একজন সহোদর বোন থাকে, তবে বৈমাত্রেয় বোন এক বা একাধিক যাই থাকুক তারা ছয়ের এক অংশ পাবে।

৬. বৈমাত্রেয় বোন বলতে সেই বোনকে বুঝায় যে এবং মৃতব্যক্তি একই বাবার ঔরসজাত সন্তান, কিন্তু তাদের মাতা ভিন্ন।

চার. যদি সহোদর বোন দুই বা ততোধিক থাকে, তবে বৈমাত্রেয় বোনেরা কিছুই পাবে না।

পাঁচ. বৈমাত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে, তবে তারা 'আসাবাহ হবে। এ অবস্থায় সহোদর বোনদের তিনের দুই অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে, তা বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনগণ 'আসাবাহ হিসেবে পাবে এবং ভাই বোনের দ্বিগুণ পাবে।

ছয়. যদি সহোদর ভাই-বোন না থাকে, তবে বৈমাত্রেয় বোন কন্যার সঙ্গে বা কন্যার অবর্তমানে নাতনীর সঙ্গে 'আসাবাহ হবে।

সাত. বাবা, দাদা, ছেলে বা নাতী থাকলে অথবা সহোদর বোন 'আসাবাহ হলে বৈমাত্রেয় ভাই বা বৈমাত্রেয় বোন কিছুই পাবে না।

৮. 'বৈপিত্রেয় বোন'[৭] এর অংশ

ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় বোনের তিন অবস্থা ঃ

এক. মৃতব্যক্তির যদি একজন বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তবে সে ছয়ের এক অংশ পাবে।

দুই. দুই অথবা ততোধিক বৈপিত্রেয় বোন থাকলে তিনের এক অংশ পাবে। বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সমান অংশ পাবে। তাদের বেলায় নারী ও পুরুষের কোনো তারতম্য নেই। সুতরাং পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার নিয়ম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তিন. মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা অথবা পৌত্র, পৌত্রী (যত নিচের দিকে হোক), পিতা ও দাদা এদের কারো বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন মীরাস পাবে না।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে একথা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদেরকে কোনরূপ বঞ্চিত করা হয়নি; বরং তাদের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এমনকি কোনপ্রকার মানবিক দুর্বলতা কিংবা অসহায়ত্বের কারণে তারা যেন সমস্যাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে তারতম্যের ভিত্তি

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ 'আম্মারাহ মীরাস সংক্রান্ত ড. সালাহ উদ্দীন সুলতানের বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন:

৭. বৈপিত্রেয় বোন বলতে সেই বোনকে বুঝায়, যে এবং মৃতব্যক্তি একই মায়ের উদরজাত সন্তান, কিন্তু তাদের পিতা ভিন্ন।

মীরাস বণ্টনের বেলায় যে তারতম্য তা নারী কিংবা পুরুষ বিবেচনায় নয়; বরং তার ভিত্তি হলো তিনটি;

এক. মৃত ব্যক্তির সাথে ওয়ারিসের নৈকট্যের (সম্পর্কের) স্তর। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সাথে ওয়ারিসের সম্পর্ক যত কাছের হবে মীরাসী অংশে তার প্রাপ্যও তত বেশি হবে।

দুই. সময়ের বিবেচনায় উত্তরাধিকারীদের অবস্থান। অর্থাৎ যেসব উত্তরাধিকারীর জীবনকাল সামনে চলমান তথা যাদের আয়ুষ্কাল সাধারণভাবে বেশি হওয়ার কথা, তাদের মীরাস বেশি। পক্ষান্তরে যাদের জীবনকাল পিছনে চলমান তথা যাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবার পথে, তাদের মীরাস কম। এক্ষেত্রে পুরুষ কিংবা নারীর কোনো বিষয় নেই। যেমন, মৃতব্যক্তির মেয়ে তার (মৃতব্যক্তির) মায়ের চেয়ে ভাগ বেশি পায়; অথচ তারা দুইজনেই নারী। এমনকি সে (মেয়ে) মৃতব্যক্তির বাবার চেয়েও ভাগ বেশি পায়। একইভাবে ছেলে বাবার চেয়ে ভাগ বেশি পায়; অথচ তারা দুইজনেই পুরুষ।

তিন. ইসলামী শারী'আহ যেসকল অর্থনৈতিক দায়ভার কোনো ওয়ারিসের উপর আরোপ করে সে বিবেচনায়ও মীরাস বণ্টনে তারতম্য হয়। (Sultān1999, 3-5)

এগুলোই হলো মীরাস বণ্টনে নারী এবং পুরুষের মধ্যে তারতম্যের আসল ভিত্তি। মহান আল্লাহ একটি ছেলেকে দুইটি মেয়ের সমান ভাগ দিতে বলেছেন। কারণ ছেলেটি এখানে মেয়েটির সমস্তরের হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অন্য একটি মেয়ে তথা তার স্ত্রীর দায়িত্ব বর্তিয়েছে। অথচ মেয়েটির ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পড়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ছেলে তথা তার স্বামীর উপর। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ছেলেটির প্রতিও জুলুম করেনি; বরং মেয়েটিকে আরো মর্যাদাবান করেছে এভাবে যে, আপদকালে তার জন্য একটি অর্থনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে।

পুরুষদেরকে কেন সম্পদের ভাগ বেশি দেয়া হয়েছে?

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানে পুরুষ উত্তরাধিকারীদেরকে কোথাও কোথাও নারী উত্তরাধিকারীদের তুলনায় অংশ বেশি দেয়া হয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে মহামহিম স্রষ্টার বিজ্ঞানময় ও ইনসাফপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে বিশ্বাসের কমতি থাকলে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই কোথায় কোথায় এবং কেন একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীকে বেশি দেয়া হলো তা জানা প্রয়োজন।

উত্তরাধিকার বণ্টনে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গিটি সামনে রেখেছে তা হলো- মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের দিক থেকে কে আগে এবং কে পিছে? কার প্রতি মৃত ব্যক্তির দায়ভার

কী পরিমাণ ছিল? এবং মৃত্যুর পর ঐ মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া ওয়ারিসদের ব্যাপারে কার দায়বদ্ধতা কতটুকু? অথবা সে বেঁচে থাকলে তার প্রতি কার দায়িত্ব কর্তব্য বেশি ছিল? ইত্যাকার বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শাইখ সাবূনী (Al-Sābūnī 1407H, 18-19) প্রশ্নের অবতারণা করে বলেন, একজন নারী পুরুষের তুলনায় (শারীরিকভাবে) দুর্বল বিধায় সে অর্থের অধিক মুখাপেক্ষী, তবুও ইসলাম কেন তাকে পুরুষের অর্ধেক ভাগ দিলো?- এমন প্রশ্নের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরপর তিনি এর জবাব দিয়ে বলেন- ইসলামী শারী'আয় মীরাস বণ্টনে নিঃসন্দেহে বহুবিধ হিকমাত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি হিকমাত তথা কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। আর তা হলো-

এক. একজন নারীর প্রয়োজন ও চাহিদা সীমাবদ্ধ। কেননা, তার ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব তার ছেলের, অথবা বাবার, কিংবা ভাইয়ের, অন্যথায় অপর কোনো নিকটাত্মীয় পুরুষের। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ .. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. ﴾

... (বাচ্চার পিতার অবর্তমানে স্তন্যদানকারীণী মায়ের প্রতি) ওয়ারিসদের দায়িত্ব কর্তব্য তার (পিতার) অনুরূপ (Al-Qura'n 2:233)।

এ প্রসঙ্গে সাহীহ এবং সুনানের প্রায় সকল গ্রন্থেই হাদীস এসেছে। ইমাম তিরমিযী সহ কেউ কেউ এ নিয়ে আলাদা অধ্যায়ও রচনা করেছেন। ইতঃপূর্বে কন্যার ভরণপোষণ, শিক্ষাদান ও বিবাহের দায়িত্ব বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে:

عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فكفلهن وآواهن ورحمهن دخل الجنة قالوا أو اثنتين قال أو اثنتين قالوا حتى ظننا أنهم قالوا أو واحدة .

ইবনুল মুনকাদির রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী স. বলেছেন: কারো যদি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন থাকে এবং সে তাদের ব্যয়ভার বহন করে, তাদেরকে আশ্রয় দেয়, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা বললেন: যদি দুইজন হয়? তিনি বললেন: যদি দুইজন হয়, তবুও। তারা (বর্ণনাকারীগণ) বলেন, আমাদের মনে হয় তারা একজনের কথাও বলেছেন (Sina'ni 1403H, 19697)।

দুই. পুরুষের ন্যায় অপর কারো ব্যয়নির্বাহের দায়িত্বও নারীর উপরে নেই। অথচ নিজের পরিবারসহ নিকটাত্মীয়দের অনেকেরই ব্যয় নির্বাহ করা একজন পুরুষের উপর ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً . ﴾

সামর্থ্যবানরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়ভার নির্বাহ করবে। আর যার জীবিকা সীমিত, সে ব্যয় করবে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকেই। আল্লাহ যা দান করেছেন তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি কোনো ব্যক্তির উপর চাপান না। আল্লাহ কাঠিন্যের পর সহজতা দান করেন (Al-Qura'n 65:7)।

তিন. একজন পুরুষের আর্থিক দায়ভার অনেক। তাই তার অর্থনৈতিক চাহিদাও একজন নারীর তুলনায় অনেক বেশি। পুরুষের দায়ভার বিষয়ক মহান আল্লাহর বাণী (Al-Qura'n 2:236) পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

চার. একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে হয়। তাছাড়া স্ত্রী এবং সন্তানদের বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও তাকেই করতে হয়। এমনকি স্বামীর অবর্তমানেও সে আশ্রয়হীন/বিপদগ্রস্ত নয়। পুরুষের উপর মোহরানা আদায়ের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত (Al-Qura'n 4:4) ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো সন্তানের মায়ের খাওয়া পরার ব্যয়ভার বহন করা ন্যায়সংগতভাবে। কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো ঠিক নয়। কোনো মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং কোনো পিতাকেও তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। (সন্তানের পিতার অবর্তমানে স্তন্যদানকারিণী মায়ের প্রতি) ওয়ারিসদের দায়িত্ব কর্তব্য তার (পিতার) অনুরূপ (Al-Qura'n 2:233)।

পাঁচ. পরিবারের সকলের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়ভারও একজন পুরুষকেই বহন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত উপর্যুক্ত দলীলাদি ছাড়াও আরো বিভিন্ন দলীল বিদ্যমান। যেমন জাবির রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন:

من عال ثلاث بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة أو قال معي في الجنة.

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করলো, তাদের সকল প্রয়োজন মেটালো, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং সদাচরণ করলো, সে জান্নাতে যাবে। (বর্ণনাকারী বলেন) অথবা তিনি বলেছেন, সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে (Ibn Abī Shaibah 1409H, 25434)।

অতএব, এটিই ইনসাফের দাবি যে, পুরুষটির আর্থিক দায়ভার যেহেতু বেশি, তাই তাকে সম্পদের ভাগও দেয়া হবে বেশি। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, মহান আল্লাহ একজন পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ উত্তরাধিকার দেয়ার পাশাপাশি একজন নারীকেও পরম দয়া ও অনুগ্রহে আচ্ছাদিত করেছেন। সে উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে ঠিকই শামিল হয়; কিন্তু সম্পদ আহরণের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে সে বাধ্য নয়। সম্পদ ব্যয়ের কোনো খাতই তার উপর বর্তায় না; অথচ সে তার ভাগ নিয়ে তা সঞ্চয় করতে পারে।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন যে, সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম একজন পুরুষকে নারীর তুলনায় সম্পদের ভাগ বেশি দেয়নি। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানে সাধারণ নিয়মে নারী ও পুরুষের মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি ধারা রয়েছে (Abdur Rahman 2009, 71-72) ।

১. কখনো কখনো একই স্তর এবং অভিন্ন অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ সদস্যটি অংশীদার হয় না; অথচ নারী সদস্যটি অংশীদার হয়ে থাকে। যেমন-

ক. মৃতব্যক্তির নানা-নানী জীবিত থাকলে নানা উত্তরাধিকারী হবে না; কিন্তু নানী তার উত্তরাধিকারিণী হবে।

খ. মৃতব্যক্তির দৌহিত্র (মেয়ের ঘরের ছেলে) অংশ পাবে না; কিন্তু তার পৌত্রী (ছেলের ঘরের মেয়ে) অংশ পাবে।

ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালায় মহিলা অংশীদারদের অগ্রাধিকার প্রাপ্তির এটি আরেকটি বাস্তব উদাহরণ।

২. কখনো কখনো নারী এবং পুরুষ সমান অংশীদারও হয়। যেমন-

মৃতব্যক্তির পিতা-মাতা এবং সন্তানাদি না থাকলে তার ভাই-বোন উভয়েই সমান অংশ পায়। আল-কুরআনে এসেছে:

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ﴾

যদি এমন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, যার সন্তান নেই এবং বাবা-মাও বেঁচে নেই, তবে (বৈপিত্রেয়) একজন ভাই এবং একজন বোন আছে, সে ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই ছয়ের এক অংশ পাবে। কিন্তু একাধিক হলে তারা প্রত্যেকেই এক তৃতীয়াংশে সমান অংশীদার হবে। এসব বণ্টন হবে (মৃতব্যক্তির) ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধ করার পর (Al-Qura'n 4:12)।

বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) রহ. বলেন: 'আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, এই আয়াতে ভাই-বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে (Al-Shawkānī 1996, 1/547)।

৩. কখনো কখনো নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়। যেমন-

মৃতব্যক্তির কন্যা এবং বোন তাদের সাথে ভাই থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। কেননা মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে,

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ . ﴾

তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে ওসিয়াত (নির্দেশ) করছেন: এক ছেলে সন্তান পাবে দুই মেয়ে সন্তানের সমান (Al-Qura'n 4:11)।

ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টন নীতি নিয়ে যারা সমালোচনা করেন, এটিই হলো তাদের মূল পয়েন্ট। তারা কোনো ধরনের কারণ বা যুক্তি বিবেচনায় না এনেই সরাসরি মন্তব্য করে ফেলেন যে, ইসলাম উত্তরাধিকার বণ্টনে নারীদেরকে মারাত্মকরূপে ঠকিয়েছে। কেননা ভাই তার বোনের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পদ পেয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত আর্থিক দায়ভার ও দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বিবেচনা করেই একজন পুরুষকে মহান আল্লাহ উত্তরাধিকার বণ্টনে একজন নারীর তুলনায় বেশি দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক এবং ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দাবী। এখানে আরো একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, ভাই/ছেলেকে ইসলাম যাবিল ফুরূয বানায়নি; অথচ বোন/মেয়েকে যাবিল ফুরূয বানিয়েছে। ভাই/ছেলেকে বানিয়েছে 'আসাবাহ বা অবশিষ্টভোগী। অর্থাৎ যাবিল ফুরূযদেরকে দেয়ার পর যা থাকবে তা তারা পাবে। তাছাড়া ভাই-বোন বা ছেলে-মেয়ে একসাথে থাকলে যেহেতু বোন এবং মেয়েটিও তার ভাইয়ের সাথে 'আসাবাহ হয়ে যায়, এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভাই/ছেলেটিকে অতিরিক্ত আর্থিক দায়ভার দেয়ার কারণেই এখানে তার ভাগ বেশি দেয়া হয়েছে।

পুরুষদেরকে কোথায় কোথায় এবং কেন বেশি দেয়া হয়েছে?

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে একজন পুরুষ প্রধানত তিনটি জায়গায় নারীর তুলনায় সম্পদের ভাগ বেশি পেয়ে থাকে। আর তা হলো :

(এক) তার বাবা-মার রেখে যাওয়া সম্পদে সে তার বোনের তুলনায় ভাগ বেশি পায়।

(দুই) সে তার ভাই/বোনের রেখে যাওয়া সম্পদে বোনের তুলনায় অধিক ভাগ পায়। এটি নিছক এ কারণেই যে, তার নিজের এবং তার অধীনস্থ অনেকের দেখাশুনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে যে বোনের চেয়ে তাকে বেশি ভাগ দেয়া হলো তার ভরণ-পোষনের দায়িত্বও এই ভাইটির উপরেই ন্যস্ত।

(তিন) স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার সম্পদে যে ভাগ পায়, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার সম্পদে সে তুলনায় বেশি ভাগ পায়। এক্ষেত্রেও স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদে স্বামীর ভাগ বেশি হওয়ার যুক্তি হলো- স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার প্রতি এই স্বামীই

সবচেয়ে বেশি আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ করেছিল এবং মৃত্যুর পরও তার রেখে যাওয়া ওয়ারিসদের দেখাশুনার দায়িত্ব তাকেই বেশি পালন করতে হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে স্ত্রীকে অনেক বেশি ভাগ দিলেও তা তার জীবদ্দশায় ঐ মৃত স্বামীর ঊর্ধতন কিংবা অধঃস্তন ওয়ারিসদের বেলায় তত বেশি কাজে লাগার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। পক্ষান্তরে তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পদের অধিকাংশ নির্ধারিত অংশের প্রাপক হবে তার পিতৃকূলের আত্মীয়গণ এবং তার পরবর্তী স্বামী।

একজন নারী এই সমাজেরই কোনো একজন পুরুষের সহোদরা, কিংবা দুহিতা, কিংবা জননী, অথবা প্রিয়তমা স্ত্রী। পক্ষান্তরে একজন পুরুষও একই সমাজের কোনো একজন নারীর ভাই, কিংবা ছেলে, কিংবা বাবা, অথবা প্রিয়তম স্বামী। তাদের সকলেরই স্রষ্টা মহান আল্লাহ, যিনি অত্যন্ত সুকৌশলী ও ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাঁর প্রণীত বিধানকে নির্দ্বিধায় ও নিসঙ্কোচে মেনে নেয়াই হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ ও অধিকতর বাস্তবসম্মত। সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত বিধান নাযিলের এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما. ﴾

তোমরা তো জানো না, তোমাদের বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে তোমাদের জন্য লাভের দিক থেকে কে বেশি নিকটবর্তী? (উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বণ্টনের এই হার) মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী (Al-Qura'n 4:11)।

আয়াতটির শুরুতে মা-বাবা ও সন্তান-সন্ততির মীরাস বর্ণনার পর পরবর্তী আয়াতে অন্যান্য ওয়ারিসের বর্ণনার আগেই মাঝখানে একথা বলে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁর বণ্টন নিয়ে কোনোরূপ সংশয় কিংবা প্রশ্নারোপ করার অবকাশ নেই। তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। পরবর্তী আয়াতে আরো কতক ওয়ারিসের সম্পদ বণ্টনের পর তিনি আশ্বস্ত করলেন যে :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

এগুলো (মীরাসের ব্যাপারে) আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা। আর যে কেউ (এক্ষেত্রে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই মহাসাফল্য (Al-Qura'n 4:13)।

পরক্ষণে তিনি আবার কঠোর শাস্তির ব্যাপারে পূর্বাভাস দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এ বিধান তাঁর রচিত। সুতরাং এর বিরোধিতা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ﴾

আর যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করবে এবং তাঁর (আল্লাহর নির্ধারিত) সীমানা লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব (Al-Qura'n 4:14)।

অতএব, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধান মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ বিধান নিসংকোচে মেনে নিতে হবে। সার্বিক বিচারে একথা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদেরকে কোনোরূপ বঞ্চিত করা হয়নি। নিজের ভরণ-পোষণ এবং বিবাহের মোহরানা ছাড়াও একজন নারী ঐ সকল খাত থেকেই উত্তরাধিকার পান, যেসকল খাত থেকে একজন পুরুষ উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। ভাই না থাকলে তিনি নিজের নির্ধারিত অংশ নিশ্চিতরূপে পেয়ে থাকেন। যখন ভাই (বাবা/স্বামীর অবর্তমানে তার অভিভাবক) থাকেন, তখন তিনি সেই ভাইয়ের সাথে 'আসাবাহ হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদের ন্যায্য ভাগী হন।

গবেষণার ফলাফল ও তা বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ

উত্তরাধিকার বান্দাহর হক। সুতরাং এতে হেরফের করলে সংশ্লিষ্ট বান্দাহর সাথে এর সমাধান করতে হবে। কেবল মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেই তা সমাধান হয়ে যাবে না। পুরুষের তুলনায় নারীর অর্থনৈতিক দায়ভার একেবারেই নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম তাকে অনেক বেশি অংশ দিয়েছে, যাতে তা তাকে আর্থিক ক্ষমতায়নের মাধ্য সে সমাজে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

অধিকাংশ পুরুষ উত্তরাধিকারীদেরকে 'আসাবাহ/অবশিষ্টভোগী বানানো হয়েছে, যারা যাবিল ফুরূযদের অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট অংশ পান। অধিকাংশ নারী উত্তরাধিকারিণীকে যাবিল ফুরূয তথা আল্লাহর নির্ধারিত অংশের প্রাপক বানানো হয়েছে, যারা প্রথমেই নিশ্চিতরূপে তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ পেয়ে যান।

ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান মহান আল্লাহ প্রণীত এক অলংঘনীয় বিধান- মু'মিনদেরকে একথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। ইসলামের অন্যান্য বিধানের ন্যায় এ বিধান সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা ফরয। এ বিধানকে যথাযথ বাস্ত বায়নের জন্য যার যার অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শুধু চারটি অবস্থা এমন আছে, যেখানে নারীরা পুরুষদের অর্ধেক ভাগ পায়। অথচ আটটি অবস্থা এমন আছে, যেখানে নারীরা পুরুষদের সমান পায়। আবার দশ বা ততোধিক অবস্থায় নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি পায়। শুধু তাই নয়, এমনও কতক অবস্থা আছে ,যেখানে কেবল নারীরা ওয়ারিস হয়; অথচ তাদের সমকক্ষ পুরুষেরা ওয়ারিস হয় না। নিম্নে আমরা এতদসংক্রান্ত কয়েকটি সুপারিশ ও প্রস্তাবনা পেশ করছি:

এক. বিষয়টি ইসলামী জীবন বিধান সংক্রান্ত মৌলিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক মুআমালার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন;

দুই. মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাঝে এ সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহকে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত করা অপরিহার্য;

তিন. ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের আয়োজন করা দরকার;

চার. অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান দানের লক্ষ্যে ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন;

পাঁচ. এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান ও অবহেলা দূর করতে জুমুআর খুতবায় মাঝে মাঝে এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য থাকা অতীব জরুরী;

ছয়. উত্তরাধিকার বণ্টনের ব্যাপারে পারদর্শী তৈরি করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে সর্টিফিকেট কোর্স ও ডিপ্লোমা কোর্স প্রদানের ও কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে;

সাত. উত্তরাধিকারের যথাযথ বণ্টনের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি ও ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের লক্ষ্যে বাবা-মা কর্তৃক নিজেদের জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে ডেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া, মেয়ে সন্তানদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত নিজেদের এ অধিকার ছেড়ে না দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সন্তানদেরকে পরস্পরের সুখে ও দুঃখে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া প্রয়োজন।

আট. উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে নানাবিধ অনিয়মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও তদারকি করা এবং তা নিরসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

উত্তরাধিকার বিজ্ঞান বা Succession Science ইসলামী জীবন বিধানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিধানের প্রণেতা হলেন মহাজ্ঞানী ও মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তাআলা, যিনি বান্দাহর প্রকৃত চাহিদা ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। জীবদ্দশায় বান্দাহ কার দ্বারা বেশি উপকৃত হয়েছে এবং মৃত্যুর পর কে তার/তার রেখে যাওয়া ওয়ারিসদের বেশি কাজে আসবে, তা কেবল তিনিই জানেন। সুতরাং তাঁর বণ্টনই হবে সর্বোত্তম বণ্টন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই স্রষ্টা। তিনিই তাদের সকলের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাযথ আইন ও বিধান রচনা করেছেন। তাই এ আইন বাস্তবায়ন করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব এবং তাতে কোনোরূপ বিপত্তি তৈরী না করাও অপরিহার্য। উত্তরাধিকার বণ্টনে অনিয়ম করার মাধ্যমে কেবল ব্যক্তিবিশেষকেই বঞ্চিত করা হয় না; বরং এর মাধ্যমে তার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক নারী ও পুরুষকেও বঞ্চিত করা হয়।

তথ্যসূত্র

‘Abdur Rahman, Muhammad. 2009. *Islame Uttaradhikar Ain*. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Abū Daūd, Sulaimān Ibn al-Ash‘as. N.D. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ab al-A‘la, Kazi. 2008. *Muslim Faraej*. Dhaka: Brothers Paper & Publications.

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā‘il. 1987. *Al-Jāmi‘ al-Sahīh*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dārimī, Abū Muahammad ‘Abdullah Ibn ‘Abdur Rahman. 1407H. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.

Al-Hākem, Muhammad Ibn ‘Abdullah. 1411H/1990. *Al-Mustadrak ‘Ala Al-Sahīhain*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nisāpurī, Muslim Ibn Hajjāj. N.D. *al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Yahya al-Turāth al-‘Arabī.

Al-San‘anī, ‘Abd al-Razzāq Ibn Humam. 1403H. *al-Musannaf*. Beirut: al-Maktabah al-Islamī.

Al-Shawkānī, Muhammad Ibn ‘Ali. 1996. *Fath al-Qadīr*. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah.

Al-Suhailī, ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Abdullah. 1405H. *Al-Farāid wa Sharhu Ayāt al-Wasiyyah*. Macca: al-Maktabah al-Faisaliyyah.

Al-Sābūnī, Muhammad ‘Alī. 1407H. *Al-Mawārith Fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Fī dhawil Kitāb wa al-Sunnah*. 5th Edition. Cairo: Dār al-Sābūnī.

Dara Qutnī, Abū al-Hasan ‘Alī Ibn ‘Umar. 1966. *Sunan Dara Qutnī*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Fadlur Rahman, Muhammad. 1998. *Arbi Bangla Baboharik Ovidhan*. Dhaka: Riyadh Prokasani.

Ibn Abī Shaiba, Abdullah Ibn Muhammad. 1409H. *al-Musannaf*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Ibn Hibbān, Abū Hātim Muhammad. 1993. *al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Muassasatu al-Risālah.

Ibn Mājah, Muhammad Ibn Yazid. 2003. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Manjūr, Muhammad Ibn Mukram. 2003. *Lisan al-‘Arab*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Sultān, Salah Uddin. 1999. *Miras al-Mar’at wa Qadiah al- Musawat*. Cairo: Dār Nahdah al-Misr.